সংবাদ

তারিখ .. 10 DEC 2002
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যকে কমিশনে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

প্রসূন আশীষ ॥ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ইউজিসি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য কমিশনের খণ্ডকালীন সদস্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আবদুল কাদের ভূঁইয়াকে মঞ্জুরি কমিশনে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মিছিলসহকারে উপাচার্যকে মঞ্জুরি কমিশন অফিস থেকে বের করে দেয়। পরে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উপাচার্যের অশালীন ব্যবহারের প্রতিবাদে কয়েকটি দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সোমবার সকালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আগারগাঁওয়ের কার্যালয়ে নিয়োগ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির এক নিয়মিত সভাকে কেন্দ্র করে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এটিএম জহরুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুককে বিষয়টি অবহিত করেন।

জানা যায়, ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার বৈধতা যাচাইয়ের জন্য কমিশন কর্তৃক গঠিত তদন্ত উপকমিটির পরবর্তী নির্ধারিত সভা ছিল সোমবার। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. কে. এম. মোহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্য সদস্যসহ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মঞ্জুরি কমিশনের খণ্ডকালীন সদস্য ড. মো. আবদুল কাদের ভূঁইয়াও যোগ দেন। তিনি সভা চলাকালীন বিভিন্ন অভিযোগ সংক্রান্ত আলোচনার এক পর্যায়ে সভায় উপস্থিত ভারপ্রাপ্ত সচিব মোহাম্মদ মোফাক্করসহ অন্য কর্মকর্তাদের

উপাচার্য ঃ পৃঃ ২ কঃ ৮

উপাচার্য ঃ অবাঞ্ছিত

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অশালীন বকাবকি শুরু করেন।

এ অবস্থায় সভা চালানো সম্ভব নয় বলে আহ্বায়ক সভা স্থগিত করে দেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই উপাচার্যের এমন অশালীন ব্যবহারের কথা কমিশনে ছড়িয়ে পড়ে এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী একত্রিতভাবে উপাচার্যকে কমিশনে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এবং মুহুর্মুহু শ্লোগান দেয়। এক পর্যায়ে উপাচার্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে কমিশন অফিস থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হন।

এ বিষয়ের আশু ব্যবস্থার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে কমিশনের ৭৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সই সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয় যা তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রীকে অবহিত করা হয়।

স্মারকলিপিতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ছাড়াও বিভিন্ন দাবিগুলো হলো, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অবিলম্বে খণ্ডকালীন সদস্য পদ ও পদাধিকার বলে প্রাপ্ত সকল পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে, তার দুর্ব্যবহারের জন্য তাকে সংশ্লিষ্ট কমিশনের কর্মকর্তার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। কমিশনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার দায়ে তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং যে সকল ব্যক্তিবর্গ উপাচার্যের যোগসাজসে ও ভুয়া তথ্য সরবরাহ করে কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে তাদের অবিলম্বে কমিশনের চাকরি থেকে বহিষ্কার করতে হবে ইত্যাদি।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সাংবাদিকদের জানান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সরজমিন তদারকির জন্য কমিশন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ২৮শে অক্টোবর একটি প্রতিনিধিদল খুলনা গেলে তাদেরও উপাচার্য অপমান এবং তদন্তকাজে অসহযোগিতা করেন। জানা যায়, তিনি তখন ইউজিসি সম্পর্কে অপবাদ দেন এবং কমিশনের চেয়ারম্যানকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। উপাচার্য তদন্ত কমিটির সদস্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উপ-পরিচালক মো. শামসুল কবির খানকে সাসপেন্ড করার ভয় দেখান এবং 'তুই' সম্বোধন করে অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করেন। কর্মকর্তারা আরও জানান, উপাচার্য শামসুল কবির খানকে 'গেটআউট' বলে উপাচার্যের কক্ষ থেকে বের হয়ে যেতে বলে এবং পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলেও শাসায়। এছাড়াও ৩০শে জুন পূর্ণ কমিশনের সভার খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে উপস্থিত হতে এসে তিনি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এটিএম জহুরুল হক, সাবেক সচিব মো. শহীদুল্লাহ এবং সহকারী সচিব আবিদুল ইসলামের সঙ্গেও অশ্লীল ভাষার প্রয়োগসহ চরম দুর্ব্যবহার করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কর্মকর্তারা জানান, উপাচার্য বর্তমান সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার কারণে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান হওয়ার আকাঙ্ক্ষাতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন। পাশাপাশি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করাও আরেকটি উদ্দেশ্য। জানা যায়,